প্রথম আলো

তারিখ 24 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

এ কেমন আচরণ!

শেখ আল-এহসান, খুলনা ●

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নারী শিক্ষকের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে বিভাগীয় প্রধানসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। প্রায় এক বছর ধরে তাঁদের একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না, বিভাগে বসার জায়গাও দেওয়া হচ্ছে না। বিভাগে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সময় কাটান তাঁরা।

দুই নারী প্রভাষককে একাডেমিক কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে উপাচার্য

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

এ কেমন আচরণ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কয়েক দফা অনুরোধ করলেও তা শোনেননি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আহসানুল কবির। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হলেও কাজ হয়নি।

২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষক হওয়ার আবেদন করেন শিল্পী রায় ও লোপা ইসলাম। দুটি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলেও পদসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ওই বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে চারজনকে নিয়োগ দেয়। ওই বছরের ২১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১তম সিন্ডিকেট সভায় তা অনুমোদন হয়। নিয়োগপত্র পেয়ে ২২ জুন লোপা ও ২৩ জুন শিল্পী যোগ দেন।

শিল্পী রায় জানান, তাঁর যোগদানের সময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক শামিম মাহবুবুল হক। কিছুদিন পর তিনি ছুটিতে যান। এরপর অধ্যাপক আহসানুল কবির দায়িত্ব নিয়ে নতুন নিয়োগ পাওয়া চারজনের মধ্যে দুজনকে একাডেমিক দায়িত্ব দেন। তাঁকে ও লোপাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া হয়।

শিল্পী জানান, চাকরি না ছাড়ায় বিভাগীয় প্রধানসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক তাঁদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ শুরু করেন। কখনো বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে সারা দিন বসিয়ে রাখা হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ করা হয়।

ভুক্তভোগী ওই শিক্ষক আরও বলেন, আমাদের অন্য শিক্ষকের কক্ষে বসতে ও বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক ভয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

একাডেমিক দায়িত্ব পাওয়ার জন্য শিল্পী গত ২৫ নভেম্বর বিভাগের প্রধানের কাছে লিখিত আবেদন করেন। ১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বরাবর 'শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য' আবেদন করেন তিনি।

আরেক ভুক্তভোগী লোপা ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মায়ের অসুস্থতার কারণে তিনি বিস্তারিত কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে তিনি জানান, শিল্পী ও তাঁর সমস্যা একই। তাঁদের সঙ্গে বিভাগ থেকে অসৌজন্যমূলক ও নিকৃষ্টতম আচরণ করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জানুয়ারি রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে দুই শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধানের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। কিন্তু বিভাগের ব্যাখ্যায় প্রশাসন সন্তুষ্ট হয়নি। এরপর ৮ ফেব্রুয়ারি একাডেমিক পরীক্ষায় ওই দুই শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে পরিদর্শন শিট তৈরি করে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারি বিভাগ থেকে ওই দুই শিক্ষকের নাম বাদ দিয়েই সংশোধিত শিট আবার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে আবারও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে শিট পাঠানো হয়। কিন্তু ওই দুই শিক্ষককে পরীক্ষা কমিটিতে রাখেননি বিভাগীয় প্রধানসহ তাঁর ঘনিষ্ঠরা।

সর্বশেষ ২১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার টিপু সুলতানের সই করা চিঠিতে আজ ২৪ জুনের মধ্যে ওই দুই শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রেজিস্ট্রার বলেন, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত কোনো জবাব তিনি পাননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান আহসানুল কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ ঘটনাকে নজিরবিহীন, অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই দুই শিক্ষক তাঁর কাছে কয়েকবার অভিযোগ করেছেন। তিনি বিভাগের প্রধানকে ডেকে মৌখিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান তাঁর কথার মূল্য দেননি।

উপাচার্য বলেন, আমি অনুরোধ করায় উল্টো ওই দুই শিক্ষকের ওপর আরও কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। পরীক্ষা কমিটিতে ওই দুই শিক্ষককে রাখতে বিভাগীয় প্রধানকে চিঠি দেওয়া হলে উল্টো ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করে ধর্মঘট ডাকা হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, এত দিন আলোচনা করে বিষয়টির সহজ মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।